১ম পর্ব

১। মুসলিম হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার কথা ও হাত হতে অন্য মুসলিমগণ চিন্তামুক্ত। (বুখারী ও মুসলিম)

২। মুসলিমদের গালি দেওয়া ফাসেকী কাজ, আর তাকে হত্যা করা কুফরির সমতুল্য। (বুখারী)

৩। আল্লাহ তাআলা সুদ গ্রহণকারী, সুদ দাতা, সাক্ষীদ্বয় এবং হিসাব রক্ষক সকলের উপর সমভাবে অভিশাপ দিয়েছেন। (মুসলিম)

৪। মুমিন কক্ষণও অতিরিক্ত দোষ ধরা বা লানত দেয়া বা ফাহেশা কাজ কিংবা কটুভাষী হতে পারে না। (মুসলিম)

৫। যে আমাদের(মুসলিমদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের কেউ নয়। (মুসলিম)

৬। যে ধোকা দেয়, সে আমাদের দলের নয়। (সহীহ, তিরমিযী)

৭। যার মধ্যে নম্রতা নেই, তার মধ্যে অনেক ভালই অনুপস্থিত থাকে। (মুসলিম)

৮। যে ব্যক্তি মানুষকে রাগান্বিত করে হলেও আল্লাহকে খুশী করতে তৎপর হয়, আল্লাহ তাকে মানুষের ক্ষতি হতে রক্ষা করেন। আর যে আল্লাহকে নারাজ(রাগান্বিত) করে মানুষকে খুশী করে আল্লাহ তাকে মানুষের হাতে সোপর্দ করে দেন। (সহীহ, তিরমিযী)

৯। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষখোর ও ঘুষদাতা উভয়ের উপরই লানত করেছেন। (হাসান, তিরমিযী)

১০। পোশাকের যে অংশ টাখনুর নীচে ঝুলে থাকবে, তা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (বুখারী)

১১। যদি কেউ তার অন্য ভাইকে কাফির বলে, তবে তাদের মধ্যে যে দোষী তার উপরই তা নিপতিত হবে। (বুখারী)

১২। যে ব্যক্তি কোন বিদআতিকে আশ্রয় দিবে, তার উপর আল্লাহর লানত। (মুসলিম) বিষয়গুলো মুসলিম ভাইদের জানা থাকা অতীব জরুরী এবং সে অনুযায়ী কর্মে তৎপর হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের হিফাজত করুন এবং আমাদেরকে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দাহদের দলে শামিল করে নিন। আমীন।

২য় পর্ব

১৩ মুসলমান সে ,যে নিজের অনিষ্টকর ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখে। [সহীহ বুখারী]

১৪ মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর হত্য করা কুফরী। [সহীহ বুখারী]

১৫ প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপর মুসলমানদের রক্ত ,সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানযোগ্য। [সহীহ মুসলিম]

১৬ মুহাজির সে ,যে আল্লাহর নিষেধ করা কাজ ত্যাগ করে। [সহীহ বুখারী]

১৭ ডান হাতে খাও এবং যা নিকটে তা থেকে খাও। [সহীহ বুখারী]

১৮ যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে ,সে যেনো নিজের মেহমানকে সম্মান –যত্ন করে । [সহীহ বুখারী]

১৯ প্রতিটি ভালো কাজ একটি দান। [সহীহ বুখারী]

২০ যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে ,সে যেনো উত্তম কথা বলে। [সহীহ বুখারী]

২১ তোমার ভাইয়ের দিকে হাসি মুখে তাকানো একটি দান । [তিরমিযী]

২২ দান হচ্ছে একটি প্রমাণ। [সহীহ মুসলিম]

২৩ যে নেতার আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। [সহীহ বুখারী]

২৪ যে নেতার অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো। [সহীহ বুখারী]

২৫ কারো এমন হুকুম মানা যাবেনা , যাতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে হয়। [সহীহ মুসলিম]

২৬ মুসলমান মুসলমানের ভাই । [সহীহ বুখারী]

২৭ মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলম করেনা এবং তাকে অপমানিতও করেনা। [সহীহ মুসলিম]

২৮ মুমিন মুমিনের সাথে প্রাচীরের গাঁথুনির মতে মজবুত সম্পর্ক রাখে। [সহীহ বুখারী]

২৯ অনুমান ও কুধারণা করা থেকে বিরত থাকো , কেননা অনুমান হলো বড় মিথ্যা কথা। [সহীহ বুখারী]
৩০ যুলম করা থেকে বিরত থাকা । কেননা , কিয়ামতের দিন যুলম অন্ধকারের রূপ নেবে। [সহীহ মুসলিম]
৩১ মযলুমের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করো। [সহীহ বুখারী]

৩২ পৃথিবীতে মসজিদগুলোই আল্লাহর সবচাইতে প্রিয় জায়গা। [সহীহ মুসলিম]

৩৩ আমার জন্যে গোটা পৃথিবীকেই সিজদার জায়গা এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। [সহীহ বুখারী]

৩৪ যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায় , আল্লাহ জান্নাতে তার জন্যে একটি ঘর বানায়। [সহীহ বুখারী]

৩৫ কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় সবচেয়ে লম্বা উঁচু হবে। [সহীহ মুসলিম]

৩৬ দীন খুব সহজ [সহীহ বুখারী]

৩৭ দীন হলো কল্যাণ কামনা । [সহীহ মুসলিম]

৩৮ আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। [সহীহ বুখারী]

৩৯ তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তারা,যাদের আচার ব্যবহার সবচেয়ে ভালো। [সহীহ বুখারী]

৪০ কাজ নির্ভর করে নিয়্যতের উপর। [সহীহ বুখারী]

৪১ প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের সেই ফলই পাবে,যা সে নিয়্যত করেছে। [সহীহ বুখারী]

৪২ আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরত ও ধনসম্পদ দেখবেননা,তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও কাজ [সহীহ মুসলিম]

৪৩ সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হচ্ছে মুহাম্মদ সাঃ প্রদর্শিত পদ্ধতি। [সহীহ মুসলিম]

৪৪ যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। [সহীহ বুখারী]

৪৫ যে আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকে অমান্য করলো । [সহীহ বুখারী]

৪৬ যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো । [সহীহ মুসলিম]

৪৭ যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হলো , সে আমার লোক নয়। [সহীহ মুসলিম]

৪৮ আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা গোটা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। [সহীহ বুখারী]

৪৯ যে লড়ে যায় আল্লাহর বাণীকে বিজয়ী করার জন্যে সেই আল্লাহর পথে (জিহাদ করে) । [সহীহ বুখারী]

৫০ বান্দাহর উপর আল্লাহর অধিকার হলো , তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার বানাবেনা । [সহীহ বুখারী]

৫১ বলো :ও আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি ; অতপর এ কথার উপর অটল থাকো । [সহীহ মুসলিম]

৩য় পর্ব

১। "যারা সুদ খায়, যারা সুদ দেয়, যারা সুদের সাক্ষী হয় এবং যারা সুদের আদান প্রদান লেখে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সকলকে অভিশাপ দিয়েছেন। চ(বুখারীঃ ইবনে মাসউদ রাঃ)

২। বান্দাহর উপর আল্লাহর অধিকার হলো , তারা কেবল তাঁরই আনুগত্য ও দাসত্ব করবে এবং তাঁর সাথে কোনো অংশীদার বানাবেনা । [সহীহ বুখারী]

৩। বলো :ও আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি ; অতপর এ কথার উপর অটল থাকো । [সহীহ মুসলিম]

৪। যে কেউ এই ঘোষণা দেবে :ও আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নাই আর মুহাম্মদ সাঃ আল্লাহর রসূল হু আল্লাহ তাকে জাহান্নামের জন্যে নিষিদ্ধ করে দেবেন। [সহীহ বুখারী]

৫। ঘুষদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের উপর আল্লাহর অভিশাপ। চ(বুখারী : ইবনে উমর রাঃ)

৬। যে পূত পবিত্র থাকতে চায় , আল্লাহ তাকে পূত পবিত্র রাখেন। [সহীহ বুখারী]

৭। সালাত হলোও নূর। [সহীহ মুসলিম]

৮। যখন রমযান শুরু হয় , তখন রহমতের দুয়ার খুলে দেয়া হয়। [সহীহ বুখারী]

৯। আল্লাহর পথে একটি সকাল কিংবা একটি সন্ধ্যা ব্যয় করা গোটা পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমস্ত সম্পদের চেয়ে উত্তম। [সহীহ বুখারী]

১০। সর্বোত্তম বাণী আল্লাহর কিতাব । [সহীহ মুসলিম]

১১। সর্বোত্তম জীবন পদ্ধতি হচ্ছে মুহাম্মদ সাঃ প্রদর্শিত পদ্ধতি। [সহীহ মুসলিম]

১২। যে আমার আনুগত্য করলো সে আল্লাহর আনুগত্য করলো। [সহীহ বুখারী]

১৩। যে আমাকে অমান্য করলো সে আল্লাহকে অমান্য করলো । [সহীহ বুখারী]

১৪। যে আমার সুন্নতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো । [সহীহ মুসলিম]

১৫। যে আমার সুন্নত থেকে বিমুখ হলো , সে আমার লোক নয়। [সহীহ মুসলিম]

১৬। কাজ নির্ভর করে নিয়্যতের উপর। [সহীহ বুখারী]

১৭। প্রত্যেক ব্যক্তি তার কাজের সেই ফলই পাবে,যা সে নিয়্যত করেছে। [সহীহ বুখারী]

১৮। আল্লাহ তোমাদের চেহারা সুরত ও ধনসম্পদ দেখবেননা,তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তর ও কাজ [সহীহ মুসলিম]

১৯। তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে ভালো মানুষ তারা,যাদের আচার ব্যবহার সবচেয়ে ভালো। [সহীহ বুখারী]

২০। আল্লাহর নবীর চরিত্র ছিলো ঠিক কুরআনের মতো। [আয়েশা রাঃ সহীহ মুসলিম]

২১। দীন খুব সহজ [সহীহ বুখারী]

২২। দীন হলো কল্যাণ কামনা । [সহীহ মুসলিম]

২৩। আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেন। [সহীহ বুখারী]

২৪। দুনিয়া মুমিনের জন্যে কারাগার আর কাফিরের বেহেশত। [সহীহ মুসলিম]

২৫। দুনিয়াতে এমন ভাবে জীবন যাপন করো যেনো তুমি একজন গরীব কিংবা পথিক। [সহীহ বুখারী]

২৬। পৃথিবীতে মসজিদগুলোই আল্লাহর সবচাইতে প্রিয় জায়গা। [সহীহ মুসলিম]

২৭। আমার জন্যে গোটা পৃথিবীকেই সিজদার জায়গা এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে। [সহীহ বুখারী]

২৮। যে আল্লাহর উদ্দেশ্যে একটি মসজিদ বানায় , আল্লাহ জান্নাতে তার জন্যে একটি ঘর বানায়। [সহীহ বুখারী]

২৯। কিয়ামতের দিন মুয়াজ্জিনের ঘাড় সবচেয়ে লম্বা উঁচু হবে। [সহীহ মুসলিম]

৩০। নিজের জন্যে যা পছন্দ করো , অন্যদের জন্যেও তাই পছন্দ করবে , তবেই হতে পারবে মুমিন। [সহীহ মুসলিম]

৩১। তোমাদের কেউ মুমিন হবেনা , যতোক্ষণ সে নিজের জন্যে যা পছন্দ করে , তার ভাইয়ের জন্যেও তাই পছন্দ না করবে । [সহীহ বুখারী]

৩২। অনুমান ও কুধারণা করা থেকে বিরত থাকো , কেননা অনুমান হলো বড় মিথ্যা কথা। [সহীহ বুখারী]

৩৩। যুলম করা থেকে বিরত থাকা । কেননা , কিয়ামতের দিন যুলম অন্ধকারের রূপ নেবে। [সহীহ মুসলিম]

৩৪। যলুমের ফরিয়াদ থেকে আত্মরক্ষা করো। [সহীহ বুখারী]

৩৫। মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ভাইয়ের প্রতি যুলম করেনা এবং তাকে অপমানিতও করেনা। [সহীহ মুসলিম]

৩৬। মুমিন মুমিনের সাথে প্রাচীরের গাঁথুনির মতে মজবুত সম্পর্ক রাখে। [সহীহ বুখারী]

৩৭। যে নেতার আনুগত্য করলো, সে আমারই আনুগত্য করলো। [সহীহ বুখারী]

৩৮। যে নেতার অবাধ্য হলো সে আমার অবাধ্য হলো। [সহীহ বুখারী]

৩৯। কারো এমন হুকুম মানা যাবেনা , যাতে আল্লাহর হুকুম অমান্য করতে হয়। [সহীহ মুসলিম]

৪০। দান হচ্ছে একটি প্রমাণ। [সহীহ মুসলিম] যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে , সে যেনো উত্তম কথা বলে। [সহীহ বুখারী]

৪থ পর্ব

১। ডান হাতে খাও এবং যা নিকটে তা থেকে খাও। [সহীহ বুখারী]

২। যে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে , সে যেনো নিজের মেহমানকে সম্মান -যত্ন করে । [সহীহ বুখারী]

৩। প্রতিটি ভালো কাজ একটি দান। [সহীহ বুখারী]

৪। মুসলমান সে , যে নিজের অনিষ্টকর ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানদের নিরাপদ রাখে। [সহীহ বুখারী]

৫। মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী আর হত্য করা কুফরী। [সহীহ বুখারী]

৬। প্রত্যেক মুসলমানের জন্যে অপর মুসলমানদের রক্ত , সম্পদ ও ইজ্জত সম্মানযোগ্য। [সহীহ মুসলিম]

৭। মুহাজির সে ,যে আল্লাহর নিষেধ করা কাজ ত্যাগ করে। [সহীহ বুখারী]

৮। সবর হলো আলো। [সহীহ মুসলিম]

৯। যে কাউকেও প্রতারণা করলো সে আমার লোক নয়। [সহীহ মুসলিম]

১০। তোমরা একে অপরের প্রতি হিংসা করোনা , ঘৃণা বিদ্বেষ কারো না এবং পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়োনা । [সহীহ মুসলিম]

১১। রোগীর সেবা করো এবং ক্ষুধার্তকে খেতে দাও। [সহীহ বুখারী]

১২। আল্লাহ সকল কিছুর প্রতি দয়া ও সহানুভূতি দেখাবার নির্দেশ দিয়েছেন। [সহীহ মুসলিম]

১৩। আল্লাহ ততোক্ষণ বান্দাহর সাহায্য করেন , যতোক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করে। [সহীহ মুসলিম]

১৪। যে তার প্রভুকে স্মরণ করে , আর যে করেনা , তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃতের মতো। [সহীহ মুসলিম]

১৫। যার মনে বিন্দু পরিমাণ অহংকার আছে , সে জান্নাতে প্রবেশ করবেনা। [সহীহ মুসলিম] ১৬। তোমাদের মাঝে সালাম আদান প্রদানের ব্যাপক প্রচলন করো। [সহীহ মুসলিম]

১৭। যে মানুষের প্রতি দয়া করেনা , আল্লাহ তার প্রতি দয়া করেননা। [সহীহ বুখারী]

১৮। মনের প্রাচুর্যই আসল প্রাচুর্য । [সহীহ বুখারী]

১৯। প্রতিটি শোনা কথা বলে বেড়ানোটাই মিথ্যাবাদী হবার জন্যে যথেষ্ট। [সহীহ মুসলিম]

২০। শক্তিশালী সে , যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। [সহীহ মুসলিম]

২১। যার কর্ম তাকে ডুবায় , তার বংশ তাকে উঠাতে পারেনা। [সহীহ মুসলিম]

২২। যে ব্যক্তি একজন মুসলমানের দোষ গোপন করবে , আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন করবেন। [সহীহ মুসলিম]

২৩। প্রতিটি বান্দা কিয়ামতে তাই নিয়ে উঠবে , যা নিয়ে সে মরেছে । [সহীহ মুসলিম]

২৪। মতভেদ কারোনা। তোমাদের পূর্বে যারা মতভেদ করেছিল , তারা ধ্বংস হয়েছে। [সহীহ বুখারী]

২৫। গোটা সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবারের জন্যে বেশী উপকারী , সে তাঁর কাছে বেশী প্রিয়। [সহীহ মুসলিম]

২৬। রসূলুল্লাহ (সাঃ) কাছে কিছু চাওয়া হয়েছে আর তিনি ও না বলেছেন , এমন কখনো হয়নি। [জাবির : সহীহ বুখারী]

২৭। আমি প্রেরিত হয়েছি রহমত হিসেবে। [সহীহ মুসলিম]

২৮। আমার উম্মতের উত্তম লোক হলো আমার সময়ের লোকেরা । [সহীহ বুখারী]

২৯। আমার সাহাবীদের গালি দিওনা। [সহীহ বুখারী]

৩০। আমি যদি আমার প্রভুকে ছাড়া আর কাউকেও বন্ধু বানাতাম , তবে অবশ্যি আবু বকরকে বন্ধু বানাতাম । [সহীহ বুখারী]

৩১। আমি আল্লাহর কাছে দিন একশ বার ক্ষমা প্রার্থনা করি। [সহীহ মুসলিম]

৩২। বান্দাহ যখন অপরাধ স্বীকার করে এবং তাওবা করে , তখন আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। [সহীহ বুখারী]

৩৩। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে পানাহ চাই দুশ্চিন্তা থেকে , মনোকষ্ট থেকে , বার্ধক্য থেকে , আলস্য ও কাপুরুষতা থেকে এবং কৃপণতা ও ঋণের বোঝা থেকে । [সহীহ বুখারী]

৩৪। হে আল্লাহ ! আমার অন্তরে আল্লাহভীতি দাও এবং তাকে পরিশুদ্ধ করো। তুমিই তো তার উত্তম পরিশুদ্ধকারী । [সহীহ মুসলিম]

৩৫। হে আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে চাই হিদায়াত , আল্লাহভীতি , পবিত্র জীবন এবং প্রাচুর্য । [সহীহ মুসলিম]

৩৬। ক্ষুধার্তকে খাদ্য দাও, রোগীকে দেখতে যাও এবং ক্রীতদাসকে মুক্ত কর। (বোখারী)

৩৭। সুখবর তার জন্যে , যে আমাকে দেখেছে। সাতবার সুখবর ঐ ব্যক্তির জন্যে যে আমাকে দেখেনি , অথচ আমার প্রতি ঈমান এনেছে। [আহমদ]

৩৮। সব আদম সন্তানই ভুল করে । তবে এদের মধ্যে উত্তম হলো তারা যারা ভুলের জন্যে তাওবা করে। [তিরমিযী]

৩৯। ওগো আল্লাহ ! আমাকে ক্ষমা করে দাও , আমার প্রতি দয়া করো , আমাকে সঠিক পথ দেখাও , আমাকে স্বস্তি দান করো এবং আমাকে জীবিকা দাও। [সহীহ মুসলিম]

৪০. কোন কিছুকে অশুভ অমঙ্গল বা কুলক্ষণ গণ্য করিও না-ঐরুপ ধারণা অলীক ভিত্তিহীন। (বোখারী)

৫ম পর্ব

* আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম,ঙকোন কাজটি আল্লাহর নিকট সবচাইতে প্রিয়? তিনি বললেন,ঙঠিক সময়ে নামায আদায় করা।ঃ তিনি (আবদুল্লাহ) পুনরায় বললেন, এরপর কোন কাজটি আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়? নবী (সাঃ) বললেন,ঙপিতামাতার সেবা ও আনুগত্য করা। তিনি আবারও জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কোন কাজটি? জবাবে নবী (সাঃ) বললেন,ঙআল্লাহর পথে জিহাদ করা।

* আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বলতে শুনেছেনঙতোমরা বলতো যদি তোমাদের কারো বাড়ীর দরযায় একটি নদী থাকে আর সে তাতে প্রতিদিন পাঁচবার করে গোসল করে, তাহলে কী তার শরীরে কোনরুপ ময়লা থাকবে? জবাবে সবাই বলল, না তার শরীরে কোন ময়লা থাকবে না। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন, পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের ব্যাপারটিও অনুরুপ। এর সাহায্যে আল্লাহ গুনাহসমূহের (ধুয়ে-মুছে) বিলোপ সাধন করেন। -বুখারী

* আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সাঃ) এর সময় যেটি যেমন ছিল তেমনটি এখন আর একটাও দেখতে পাই না। বলা হলো, কেন নামায তো ঠিকই আছে। আনাস (রাঃ) বললেন, সেখানেও যা করার তা কি তোমরা করনি? (অর্থাৎ ঠিক সময়মত নামায আদায় না করে অসময়ে আদায় করে থাকে। -বুখারী

* যুহরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দামেস্কে আমি আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) এর নিকট গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে কাঁদছেন? তিনি বললেন, নবী (সাঃ) এর সময় যা যা দেখেছি তার মধ্যে এই নামাযই আজ পর্যন্ত ঠিকমত অবশিষ্ট ছিল (ঠিক সময়ে আদায় করা হতো)। কিন্তু নামাযও এখন নষ্ট হতে চলেছে। -বুখারী

* আনাস (রাঃ) নবী (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন। নবী (সাঃ) বলেছেন, তোমরা নামাযের সিজদায় এতেদাল বা ভারসাম্য সৃষ্টি কর। তোমাদের কেউ যেন কুকুরের মত তার দুই বাহু ছড়িয়ে না দেয়। আর যখন থুথু নিক্ষেপ করার প্রাোজন হবে তখন সে সামনে বা ডাইনে থুথু নিক্ষেপ করবে না। কেননা, নামায অবস্থায় সে তার প্রতিপালকের সাথে আলাপরত থাকে। -বুখারী

* আবু হুরাইরা ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) উভয়েই রসূলুল্লাহ (সাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় (তখন নামায আদায় না করে বরং) বিলম্ব করে ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর। কেননা জাহান্নামের আগুনের তেজক্রিয়তার জন্য গরমের প্রচন্ডতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। (অথবা গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের আগুনের অংশ বিশেষ)। -বুখারী আবুযার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (এক গরমের দিনে) নবী (সাঃ) এর মুয়াযযীন যোহরের নামাযের আযান দেয়ার অনুমতি চাইলে (সাঃ) বললেন, আরে ঠান্ডা হতে দাও, ঠান্ডা হতে দাও। অথবা (বর্ণনাকারী সন্দেহ) বললেন, অপেক্ষা কর। অপেক্ষা কর। তিনি আরো বললেন, গরমের প্রচন্ডতা জাহান্নামের আগুনের তেজক্রিয়তা থেকে সৃষ্টি হয়। সুতরাং গরমের প্রচন্ডতা বৃদ্ধি পেলে ঠান্ডার (যোহরের) নামায পড়। এমনকি আমরা পাহাড়ের টিলায় ছায়া দেখতাম। (তারপর যোহরের নামায পড়তাম)।